যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৬ এএম

শিক্ষাঙ্গন

ইবির কমিটি থেকে তিন বিএনপিপন্থি শিক্ষক নেতার পদত্যাগ

ইবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৮ পিএম

ড. তোজাম্মেল হোসেন, ড. এমতাজ হোসেন ও ড. একেএম মতিনুর রহমান। ছবি: যুগান্তর

নিজেদের মনমতো সিন্ডিকেট সদস্য না হওয়ায় বিভিন্ন কমিটি থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বিএনপিপন্থি তিন শিক্ষক নেতা পদত্যাগ করেছেন। তবে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সিন্ডিকেট সদস্যরাও বিএনপিপন্থি বলে জানা গেছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক বরাবর ওই তিন শিক্ষক পদত্যাগপত্র দেন। তারা হলেন— জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন, ইউট্যাব ইবি শাখার সভাপতি অধ্যাপক ড. তোজাম্মেল হোসেন এবং সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. একেএম মতিনুর রহমান।

গত ১৫ জুলাই দায়িত্ব পাওয়া ইসলামিক হেরিটেজ ও কালচার সেন্টারের পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ড. এমতাজ হোসেন। অন্যদিকে ড. তোজাম্মেল হোসেন ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (আইআইইআর) গভর্নিং বডির সদস্য এবং পরিবহণ পরিচালক পর্ষদের আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স স্ট্যাডিজের (সিপিজিএস) পরিচালকসহ বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ড. মতিনুর রহমান।

জানা গেছে, সম্প্রতি অধ্যাপক ক্যাটাগরিতে সিন্ডিকেটের শূন্যপদ পূরণে উপাচার্য প্রথমে ড. এমতাজ হোসেনের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। পরে মন্ত্রণালয় একাধিক নাম চাইলে উপাচার্য পূর্বের ওই শিক্ষককেই তালিকার প্রথমে রেখে আরও দুই বিএনপিপন্থি শিক্ষক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ও অধ্যাপক ড. নজিবুল হকের নাম পাঠালে তালিকার শেষে থাকা ড. নজিবুলকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে মনোনীত করে মন্ত্রণালয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তালিকার প্রথমে থাকা ওই শিক্ষকসহ বিএনপিপন্থি আরও দুই শিক্ষক নেতা ইবির বিভিন্ন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বিএনপিপন্থি শিক্ষক বলেন, নিজেদের মনমতো সিন্ডিকেট সদস্য না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে এসব কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে ড. এমতাজ হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। আরেক পদত্যাগকারী শিক্ষক ড. তোজাম্মেল হোসেন বলেন, উপাচার্য ধারাবাহিকভাবে জুলাই পরিপন্থি কাজ করায় আমরা আর তার সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি না। সিন্ডিকেট সদস্য না পাওয়ার বিষয়টি একেবারেই ফালতু অভিযোগ।

আরেক পদত্যাগকারী শিক্ষক অধ্যাপক ড. মতিনুর রহমান বলেন, শুরু থেকেই উপাচার্য একটি নির্দিষ্ট সিন্ডিকেটের কথা অনুসরণ করে আমাদের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া পরামর্শ অগ্রাহ্য করায় পদত্যাগ করেছি। সিন্ডিকেটে নতুন সদস্য নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, সামগ্রিক সব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা পদত্যাগ করেছি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রক্রিয়া। এছাড়া তারা পদত্যাগপত্রে কোনো কারণ লিখেনি। আমার বিষয়ে মিডিয়াতে অভিযোগ না করে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানাতে হবে।